
একক ১৪ □ কোলন ক্লাসিফিকেশন

গঠন

- ১৪.১ প্রস্তাবনা
- ১৪.২ মূলনীতি
 - ১৪.২.১ ত্রিতলীয় কর্মপন্থা
 - ১৪.২.২ মৌলবর্গ
 - ১৪.২.৩ মৌলবর্গের পুনরাবৃত্তি
- ১৪.৩ মূল সূত্রাবলী
- ১৪.৪ সাংকেতিক চিহ্ন
 - ১৪.৪.১ নির্দেশক চিহ্ন
 - ১৪.৪.২ সংহত সারি
 - ১৪.৪.৩ স্মৃতি-সহায়িকা
 - ১৪.৪.৪ সাংকেতিক চিহ্নের গ্রহণক্ষমতা
 - ১৪.৪.৪.১ কালগত বিভাজন পদ্ধতি
 - ১৪.৪.৪.২ স্থানগত বিভাজন পদ্ধতি
 - ১৪.৪.৪.৩ বিষয়গত বিভাজন পদ্ধতি
 - ১৪.৪.৪.৪ বর্ণগত বিভাজন পদ্ধতি
 - ১৪.৪.৪.৫ রিক্ত চিহ্ন পদ্ধতি
 - ১৪.৪.৪.৬ বৃত্তকলা পদ্ধতি
 - ১৪.৪.৪.৭ কৃতরিক্ত চিহ্ন
 - ১৪.৪.৪.৮ রিক্ত কৃতরিক্ত চিহ্ন
- ১৪.৫ পর্যায়ী সম্পর্ক
- ১৪.৬ ষষ্ঠ সংস্করণ
 - ১৪.৬.১ ফ্যাসেটক্রম
 - ১৪.৬.২ আবর্তন ও স্তর
 - ১৪.৬.৩ বিল্লিষ্ট ধারণা
 - ১৪.৬.৪ নির্দেশিকা
- ১৪.৭ সপ্তম সংস্করণ
 - ১৪.৭.১ সাধারণ বিল্লিষ্ট ধারণা
 - ১৪.৭.২ পর্যায়ী সম্পর্ক
 - ১৪.৭.৩ মতবাদ বা সিস্টেম
 - ১৪.৭.৪ বিশেষ ক্ষেত্র
- ১৪.৮ সিসি : ইউডিসি : ডিডিসি
- ১৪.৯ কল নম্বর
 - ১৪.৯.১ গ্রন্থ সংখ্যা

১৪.১ প্রস্তাবনা

ডিউই-র দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রসিদ্ধ হয়েছিল তার বিশেষ সাংকেতিক চিহ্নের জন্য। কোলন বর্গীকরণেরও তেমনি বৈশিষ্ট্য সঞ্চার করল বিশেষ আর একপ্রকার সংকেত চিহ্ন। রঞ্জনাথন তাঁর ফ্যাসেট-সূত্র গঠনে ব্যবহার করলেন কোলন (:) চিহ্ন। কোলন ক্লাসিফিকেশনের প্রথম সংস্করণে কোলনই ছিল একমাত্র চিহ্ন। পরবর্তীকালে সেমিকোলন, কমা বা অন্যান্য যতিচিহ্নের ব্যবহারে রঞ্জনাথন ফ্যাসেটের প্রকার ও অংশের চরিত্রকে স্পষ্ট করে তুলেছেন।

কোলন ক্লাসিফিকেশনের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে। ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে। আকারে আদৌ বড়ো নয়, মাত্র ছ'হাজার এন্ট্রি এবং নির্দেশিকা এর মূলধন। ইংরেজিতে মোট ছাব্বিশটি বর্ণ আছে। কিন্তু রঞ্জনাথনের সমুচ্চ কল্পনাশক্তি মাত্র ওই ছাব্বিশটিকে নিয়েই ঘটিয়ে দিল বিপ্লব। এ এক অভিনব বর্ণবিপ্লব। বিষয়ের বর্গীকরণে ধারণার যথেষ্ট বিমিশ্রণের তত্ত্বটি একদা হঠাৎ আলোর বলকানির মতো রঞ্জনাথনের মনে হয়। লন্ডনের এক খেলনার দোকান। ইঞ্জিনিয়ারিং মডেল তৈরি করবার জন্য ছোটো ছোটো অংশ নিয়ে একটি 'মেকানো' সেট ও একটি শিশু। শিশুটি টুকরোগুলি ভিন্নভিন্নভাবে সাজিয়ে অনেক রকমের মডেল তৈরি করে ফেলেছিল। রঞ্জনাথনের মনে হল, একটি শিশু যদি পারে তাহলে এই নীতি লাইব্রেরির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলেও বর্গীকরণের কাজ হয়ে যাবে অনেক সহজ। এবার প্রয়োজন বিধি প্রণয়ন ও সূত্র গঠন। যথাযথ ও বহুতরভাবে ধারণার বিমিশ্রণ ঘটাবার জন্য শুরু হল রঞ্জনাথনের অভিনব প্রচেষ্টা।

এইচ. ই. ব্লিসের রচিত গ্রন্থাবলী রঞ্জনাথনকে জোগাল অনুপ্রেরণা। রঞ্জনাথন লিখে ফেললেন ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দেই 'Prolegomena to Library Classification'। উপস্থাপিত হল রঞ্জনাথন-প্রবর্তিত নতুন বর্গীকরণ পদ্ধতির তাত্ত্বিক রূপ। বর্তমানকালের বর্গকারদের সম্মুখে এই গ্রন্থই মৌল পাঠ্য হিসেবে স্বীকৃত। এর তৃতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে।

গ্রন্থাগারিক হবার আগে রঞ্জনাথন ছিলেন গণিতজ্ঞ। কিছুদিন তিনি গণিতের অধ্যাপকরূপেও কাজ করেছেন। বিষয়গত ধারণার প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বিশ্লেষণাত্মক। আর এর জন্য তিনি যে বিধি প্রণয়ন করলেন তার মধ্যে গুণধর্মী গণিতের প্রভাব হয়ে রইল প্রচ্ছন্ন। বিধি, সূত্র ইত্যাদি প্রণয়নের পথে তাঁর যে যুক্তিধারা তার মধ্যে অবরোধী পদ্ধতির চেয়েও স্বজ্ঞার প্রশ্রয়লাভই সমধিক। তাঁর যুক্তিধারার প্রামাণিকতা সম্পর্কে দৃষ্টান্তের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। তাঁর পদ্ধতিতে ছিল একত্রিশটি মূল বিষয়। প্রত্যেকটি মূল বিষয়ের ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য হবে ফ্যাসেটের সূত্র। আর এই সূত্রের ভিত্তি হল বিষয়ের পাঁচটি মৌল বর্গ : পি. এস. এ. এস. টি। আর ফ্যাসেটের সম্প্রসারণে, বিশেষ করে 'এনার্জি' ফ্যাসেটের ক্ষেত্রে অবাধ সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে 'রাউন্ড' ও 'লেভেল'-এর নিয়ম দ্বারা। এই পরম্পরা একটি বাক্যের গঠনকেই যেন চিত্রায়িত করে :

পি ও এস

ই

এস ও টি

উদ্দেশ্য

বিধেয়

বিধেয়-প্রসারক

‘পি’, ‘এস’ ও ‘ই’-র সম্প্রসারণের জন্য যে ‘রাউন্ড’ ‘লেভেল’-এর তত্ত্ব প্রবর্তিত হল তা যে আসলে উদ্দেশ্যের বিশেষণ এবং বিধেয়ের সম্প্রসারক এ সম্পর্কে রঞ্জনাথন সচেতন ছিলেন না। কোনো নথির বিষয় নিরূপণের জন্য এই তত্ত্ব প্রযুক্ত হয় এবং রঞ্জনাথন তাঁর সারণিতে যথাস্থানে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন। বর্গীকরণের ক্ষেত্রে এদের প্রয়োগের জন্য জটিল বিধিও প্রণয়ন করেছেন। এই সম্প্রসারণ আসলে বিধেয়ই প্রসারক।

সুনির্দিষ্ট ফ্যাসেট সূত্রাবলীর মধ্যে রঞ্জনাথন একটি কথা নিহিত রেখেছেন। তা হল, কোনো বিষয় সম্পর্কিত বাক্য গঠনে উদ্দেশ্য ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। এইভাবে ফ্যাসেট বিন্যাসের ক্ষেত্রে একটা যুক্তিপূর্ণ ক্রম পাওয়া সম্ভব হল। রিসের বর্গীকরণ পদ্ধতিকে কিছুটা ফলপ্রসূ করার জন্য জ্যাক মিলস রঞ্জনাথনের এই নীতিকে বর্তমানে গ্রহণ করেছেন। বর্গীকরণ তত্ত্বের ক্ষেত্রে রঞ্জনাথন একটি শ্রেণ্য ব্যক্তিত্ব। রঞ্জনাথনের তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রতিক সমস্ত বর্গীকরণ পদ্ধতিকেই কোনো-না-কোনো ভাবে প্রভাবিত করেছে।

১৪.২ মূলনীতি

রঞ্জনাথন তাঁর পদ্ধতিতে জ্ঞানকে কয়েকটি মুখ্য ভাগে বিভক্ত করেছেন। অন্যান্য বর্গীকরণ পদ্ধতির সঙ্গে কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতির সাদৃশ্য এখানে নিঃশেষিত। কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতিকে ফ্যাসেটেড পদ্ধতি রূপেই অভিহিত করা হয়। প্রত্যেক শ্রেণীকে কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে মূল ধারণায় বিভক্ত করা হয় শুরুতেই। এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে বলা হয় ফ্যাসেট। কোনো বিষয় থেকে মূল ধারণা বা উপাদানগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারে রঞ্জনাথন পাঁচটি মৌল বর্গের অবতারণা করেছেন। এই মৌল বর্গগুলি হল PMEST অর্থাৎ।।

কোনো নথিকে বর্গীকরণ করতে হলে বর্গকারকে ওই নথির বিষয়বস্তুর উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে। এবং এই উপাদানগুলিতে বিষয়বস্তুর প্রত্যেকটি দিকই প্রতিভাত। তারপর সেগুলি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে সমন্বিত করতে হবে। এই সমন্বয় পদ্ধতিই হল ফ্যাসেটসূত্র। প্রত্যেক মূল শ্রেণীর ক্ষেত্রেই এরকম ফ্যাসেটসূত্র পরিকল্পিত হয়েছে। অন্যান্য সারণিবিন্যাস (Enumerative) বর্গীকরণ পদ্ধতির মতো রঞ্জনাথন তাঁর সারণিতে কোনো তৈরি সংখ্যা সরবরাহ করেননি। বর্গীকরণের সময় যে গ্রন্থের যেমন প্রয়োজন সেইমতো সমন্বয়ের সাহায্যে গড়ে ওঠে সাংকেতিক চিহ্ন বা নোটেশন। মূল শ্রেণীর মধ্যে বিষয় উপবিভাগ ছাড়াও আরও কতকগুলি উপবিভাগ কল্পিত হয়েছে যেগুলি সমস্ত সারণি জুড়েই প্রযোজ্য। যেমন, রূপবন্ধ, স্থান, কাল এবং ভাষাগত উপবিভাগসমূহ।

১৪.২.১ ত্রিতলীয় কর্মপন্থা

বর্গীকরণ তত্ত্বের ক্ষেত্রে রঞ্জনাথনের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে তাঁর তিনটি তল নিরূপণ ও তাদের পারস্পরিক প্রভেদ নির্ণয়ের কৃতিত্ব অন্যতম। বর্গীকরণ পদ্ধতির কর্মতলকে তিনি তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন : ভাবতল, বাক্তল ও সংকেততল বা চিহ্নতল। ভাবতলে ধারণার, বাক্তলে ধারণার বাস্তব রূপায়ণ আর সংকেততলে এসবের বিমূর্তায়ন। রঞ্জনাথনের মতে ভাবতল পর্যায়ের কাজ বিশাল ও পরিব্যাপ্ত। এই পর্যায়ের সমুদয় পর্যবেক্ষণকে অনুসরণ করে অন্য দুইটি তলের কাজকে সঞ্চারিত করতে হবে। এতেই বর্গীকরণের মধ্যে আসবে অতলস্পর্শী গভীরতা। সংকেততলের ভূমিকা বিশদ করার জন্য তিনি মহাকাব্যের একটি উপমার আশ্রয় নিয়েছেন। নির্বাসিত রামচন্দ্র যখন সীতা এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে গোদাবরীর সমীপবর্তী, তখন রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কুটির নির্মাণের জন্য একটি সুন্দর স্থান নির্বাচন করতে বলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ তখন

সবিনয়ে উত্তর দেন যে, স্থান নির্বাচন যুক্তি এবং বিবেচনার অধীন। সুতরাং ও-টি রামচন্দ্রের পছন্দমাফিক হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। কুটির নির্মাণ কেবলমাত্র কায়িক শ্রমেই সীমাবদ্ধ। ওটি লক্ষণই করবেন। ভাবতলে যুক্তি ও বিবেচনার অবকাশ আছে। সংকেততলে শুধুই দাসের ভূমিকা পালনীয়।

১৪.২.২ মৌলবর্গ (Fundamental Categories)

লাইব্রেরিতে বর্গীকরণের ক্ষেত্রে মৌলবর্গের ধারণা ও তার প্রয়োগ রঞ্জনাথনেরই স্মরণীয় কৃতিগুলির অন্যতম। তাঁর মতে মৌল বর্গ আছে পাঁচটি এবং পাঁচটিই মাত্র। একে কাল, দুইয়ে স্থান, তিনে শক্তি, চারে পদার্থ আর পাঁচে ব্যক্তিত্ব বা বিষয়সার। কোনো মিশ্র বিষয়ের পৃথক পৃথক ফ্যাসেটগুলি এই পঞ্চমূর্তিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। ক্রমহ্রাসমান বস্তুময়তার নিরিখে এই পঞ্চবর্গকে ব্য প শ স্থা কা / PMEST রূপে অনায়াসেই সাজিয়ে দেওয়া চলে। আর এই অনুযায়ী কোলন বর্গীকরণের প্রত্যেক মূল শ্রেণীকেই এক-একটি ফ্যাসেট-সূত্র দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে।

কাল : প্রচলিত অর্থেই কাল কথাটি এখানে ব্যবহৃত। আঞ্চলিক বর্ণনা বা আঞ্চলিক ইতিহাসঘটিত যে-কোনো বিষয়ের প্রসঙ্গেই কালের চেতনাটি এসে পড়ে। উদাহরণ দিলে তবেই বিষয়টি বিশদ হবে। যেমন :

পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগারের বিকাশ 1979-2004

দক্ষিণভারতে শীতকালীন বৃষ্টিপাত

স্থান : কাল সম্বন্ধে যেমন প্রচলিত অর্থের ধার য়েঁসেই শব্দটির ব্যবহার তেমনি স্থান সম্বন্ধেও। প্রচলিত অর্থে স্থান বলতে লোকে যা বোঝে এখানেও সেই অর্থেই শব্দটি প্রযুক্ত। যেমন :

পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ

কলকাতার রাস্তা সাফাই

শক্তি : শক্তি বা 'এনার্জি' শব্দ ব্যবহারে কিন্তু রঞ্জনাথন কোনোপ্রকার শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দেননি। বর্গীকরণের বিষয় সীমার মধ্যেই শক্তি কথাটির বিশেষ প্রয়োজ্যতা। সাধারণত এ শক্তির প্রকাশ ঘটে কার্যে। আর কার্যের প্রকারভেদ অসংখ্য। কর্ম চেতন পদার্থের হতে পারে ; অচেতনেরও হতে পারে ; কিংবা হতে পারে ধারণাগত, মননগত ; বা স্বপ্নার রাজ্য থেকেও এ কর্ম উঠে আসতে পারে। যেমন,

উপাত্ত প্রদাহের চিকিৎসা

চালের ভাঙারজাতকরণ

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতির সপ্তম সংস্করণে শক্তি পর্যায়ের আইসোসেট বা বিচ্ছিন্ন একক ধারণাগুলির সংখ্যা প্রচুর। আর এই প্রাচুর্যের সাক্ষাৎ মিলবে উৎখনন তত্ত্ব, অর্থনীতি, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিজ্ঞান, কৃষিবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, ইত্যাদি বিভাগে। কোলন বর্গীকরণের ষষ্ঠ সংস্করণ পর্যন্ত অঙ্গসংস্থানগতবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, রোগ, চিকিৎসা, স্বাস্থ্যতত্ত্বকে ভ্রান্তিবশত শক্তিবর্গের অন্তর্গত করা হয়েছিল। কিন্তু সপ্তম সংস্করণে এ ত্রুটি সংশোধিত হয়েছে।

পদার্থ : সপ্তম সংস্করণে বলা হয়েছে যে পদার্থ তিন প্রকার—পদার্থবস্তু, পদার্থগুণ, পদার্থপদ্ধতি। পদার্থবস্তু হল নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত পদার্থপুঞ্জ। বিষয়টা যদি হয় স্থাপত্য, তবে তার পদার্থবস্তু হল কাঠ, পাথর

ইত্যাদি। রসায়ন বিজ্ঞানের সংযুক্তিগুণ, উপাদানিকগুণ এবং বৈদ্যুতিন কাঠামো পরিগণিত হতে পারে পদার্থগুণ হিসেবে। চিকিৎসাশাস্ত্রের রোগ, শারীরবিদ্যা এবং অঙ্গসংস্থানবিদ্যাকে পদার্থগুণরূপে গণ্য করা চলে। পদার্থপদ্ধতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বিশ্লেষণাত্মক রসায়নে। এখানে বিশিষ্ট যে ধারণাগুলি পাওয়া যায় তার নাম হল জৈব পদ্ধতি, পরিমাণগত পদ্ধতি, রাসায়নিক পদ্ধতি।

ব্যক্তিত্ব : তত্ত্বজ্ঞেরা বলেছেন, আত্মাকে জানতে হলে নেতি-নেতি করে আরম্ভ করতে হয়। বুঝতে হয়, আত্মা দেহ নয়, প্রাণ নয়, বিজ্ঞান নয়, তবেই আত্মার প্রকৃতি স্বরূপের প্রতীতি হয়। ভারতীয় দর্শনের এই নেতিবাচক পদ্ধতিটি রঞ্জনাথন তাঁর পরিকল্পিত পাঁচটি মৌল বর্গের ‘ব্যক্তিত্ব’ বা ‘সার’ বর্গটিকে আবিষ্কারের কাজে প্রয়োগ করেছেন। ‘এহো বাহ্য’ ‘এহো বাহ্য’—এমনিভাবে ‘স্থান’, ‘কাল’, ‘পদার্থ’ ও ‘শক্তি’ এই চতুর্ভূগের পরিধিকে এড়িয়ে তবেই অতীষ্ট বিষয় ‘সার’কে লাভ করা যায়।

ব্যক্তিত্ব বলতে প্রত্যক্ষভাবে বস্তুকেই বোঝায়। এর দ্বারা যেমন মূলভিত্তিটি নির্দেশিত হয় তেমন সারবস্তুটি হয় ইঞ্জিত। আসলে ব্যক্তিত্ব হল বিষয়সার। যেমন শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার।

১৪.২.৩ মৌলবর্গের পুনরাবৃত্তি (Rounds and Levels)

গভীরতর বিষয়ের বর্গীকরণে মৌলবর্গের পুনরাবৃত্তির প্রশ্নটি বিবেচনার প্রয়োজন হয়। এই পুনরাবৃত্তি দু’ভাবে হতে পারে। একটি হল আবর্তন, তাকে রঞ্জনাথন রাউন্ড বলে অভিহিত করেছেন। আবার একই আবর্তনে বিভিন্ন স্তর বা ‘লেভেল’ কল্পিত হতে পারে।

রঞ্জনাথনের মতে ‘শক্তি’ বা ‘এনার্জি’ নামক এই মৌলবর্গটি একই বিষয়ের মধ্য দিয়ে একাধিকবার প্রকাশিত হতে পারে। প্রথম প্রকাশে ব্যক্তিত্ব, পদার্থ ও শক্তির পুনরাবৃত্তি। ‘এনার্জি’-র প্রথম প্রকাশকে রঞ্জনাথন চিহ্নিত করেছেন [1E], দ্বিতীয় প্রকাশ রাউন্ড টু অর্থাৎ 2[E], তৃতীয় প্রকাশ রাউন্ড থ্রি বা 3[E], ইত্যাদি। একই আবর্তনে বা রাউন্ডে এনার্জি একবারই আসতে পারে, স্তরের প্রকাশ এখানে অস্বীকৃত। অর্থাৎ এনার্জির রাউন্ড আছে, কোনো লেভেল নেই।

মৌলবর্গ হিসেবে বা ‘রাউন্ড ওয়ান’-এ প্রকাশিত হতে পারে, ‘রাউন্ড টু’-তেও হতে পারে এবং হতে পারে থ্রিতেও। আবার একই আবর্তনের মধ্যে পদার্থ একাধিক স্তরেও প্রকাশিত হতে পারে। পদার্থের আবর্তন-প্রকাশ ও স্তরপ্রকাশ চিহ্নিত হয় নিম্নরূপ :

[1M1] = রাউন্ড ওয়ান লেভেল ওয়ান

[1M2] = রাউন্ড ওয়ান লেভেল টু

[2M1] = রাউন্ড টু লেভেল ওয়ান ইত্যাদি।

পদার্থের মতো ব্যক্তিত্ব বা Personality-ও রাউন্ড ওয়ানে বা টুতে, থ্রিতে প্রকাশিত হতে পারে। ব্যক্তিত্ব বারবার আসে আবর্তনে ও স্তরে। এদের চিহ্নিত করা যায় পদার্থের মতোই।

[1P1] = রাউন্ড ওয়ান লেভেল ওয়ান

[2P2] = রাউন্ড টু লেভেল টু ইত্যাদি।

ব্যক্তিত্বের স্তর প্রকাশের উদাহরণ কোলন বর্গীকরণের সাহিত্য শ্রেণী থেকে নেওয়া যেতে পারে :

P = ভাষা
P2 = রূপবন্ধ
P3 = লেখক
P4 = রচনাবলী

একই আবর্তনে একাধিক স্তরের প্রকাশ।

স্থান ও সময় আসে শেষ আবর্তনে। এখানে রাউন্ড চিহ্নিতকরণের প্রশ্নই আসে না। এরা কিন্তু আসতে পারে একাধিক স্তরে। যেমন,

[S1] = লেভেল ওয়ান

[S2] = লেভেল টু

[T1] = লেভেল ওয়ান

[T2] = লেভেল টু

১৪.৩ মূল সূত্রাবলী (Basic Laws)

রঞ্জনাত্মক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চমসূত্রকে বলা হয় মৌলিকসূত্র। এগুলি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ। এই সূত্রগুলি চিন্তন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে। বস্তুত তারা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের যে-কোনো সমস্যার সমাধান সূত্র। মূল সূত্রগুলি চিন্তন প্রক্রিয়ার মূল স্তরে ব্যবহার করা হয়। সাধারণভাবে চিন্তন প্রক্রিয়ায় এদের ব্যবহার হলেও বর্গীকরণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে এরা প্রযোজ্য। রঞ্জনাত্মক ছয়টি মূল সূত্র উদ্ভাবন করেছেন।

1. ব্যাখ্যাসংক্রান্ত সূত্র (Law of Interpretation) : বর্গীকরণ পদ্ধতির ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ন্যায়কোষের 1008 ব্যাখ্যা সংক্রান্ত নীতির দ্বারা।

2. নিরপেক্ষতা সূত্র (Law of Interpretation) : ইচ্ছামতো অথবা ব্যক্তিগত পছন্দের স্থান নেই। যুক্তিনির্ভর পছন্দের দাবী অগ্রগণ্য।

3. সামঞ্জস্য বিধান সূত্র (Law of Symmetry) : অনুরূপ বা পূরক অংশগুলির দাবী অগ্রাহ্য করা যাবে না।

4. সাশ্রয় সূত্র (Law of Parsimony) : সাশ্রয় নানাভাবে হতে পারে, যেমন কর্মীর কাজের পরিমাণ, সময়, অর্থ উপাদান অথবা অন্যকিছু।

5. স্থানীয় প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন সূত্র (Law of Local Variation) : স্থানীয় প্রয়োজনকে স্বীকার করাই বিধেয়। উপযুক্ত ক্ষেত্রে স্থানীয় বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

6. আশ্রাবণ সূত্র (Law of Osmosis) : যখন গ্রন্থাগারে নতুন বর্গীকরণ পদ্ধতি গৃহীত হয় একই সঙ্গে পুরাতন এবং নতুন ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে। পুরাতন পদ্ধতিতে রক্ষিত গ্রন্থগুলি নতুন করে বর্গীকরণ করা হয়।

পাশাপাশি দুটি অবস্থান এবং ক্রমশ নতুন পদ্ধতির মধ্যে পুরাতন পদ্ধতি বিলীন হওয়া এই সূত্রের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে।

১৪.৪ সাংকেতিক চিহ্ন

কোলন বর্গীকরণে যে সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয় তা রীতিমতো বিমিশ্র এবং জটিল। আরবীয় সংখ্যার সঙ্গে বড়ো হাতের রোমান বর্ণ, গ্রীক বর্ণ, বন্ধনীচিহ্ন, যতিচিহ্ন জুড়ে দিয়ে সে এক অভূতপূর্ব সহাবস্থান।

সাধারণী শ্রেণীকে আরবীয় সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করা হয়। মুখ্যশ্রেণী বড়ো হাতের রোমান বর্ণ ও কোনো গ্রীক বর্ণদ্বারা সংকেতিত। প্রত্যেক মুখ্যশ্রেণীর অধীনস্থ মূল ধারণাগুলি আরবীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। যেমন,

L ভেষজ / মেডিসিন

2 পাচনতন্ত্র / ডাইজেস্টিভ সিস্টেম

27 বৃহদন্ত্র / লার্জ ইন্টেস্টিন

সাধারণ উপবিভাগগুলি ছোটো হাতের, বড়ো হাতের বর্ণমালা অথবা আরবীয় সংখ্যার সাহায্যে বোঝানো হয়। যেমন,

a গ্রন্থপঞ্জি / বিলিওগ্রাফি

c নির্দেশিকা / কনকরডাঙ্গ

d ছক / টেবল

1 পৃথিবী

4 এশিয়া

44 ভারত

5 ইউরোপ

D 1-999 খ্রিস্টাব্দ

D 1100-1199 খ্রিস্টাব্দ

বর্গসংখ্যা তৈরির সময় ফ্যাসেট-নির্দেশক হিসেবে কোনো কোনো যতিচিহ্নেরও সাহায্য নেওয়া হয়। এরাই হল সংযোজক প্রতীক। যেমন [P] কমা (,) সহযোগে পরিবেশিত হয়। (প্রথম স্তর প্রকাশে প্রতীকের সংযোজন বিধি ছিল না। পরে সপ্তম সংস্করণে এই নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হয়েছে।)

[M] পরিবেশিত হয় সেমিকোলন (;) সহযোগে 1[E]-র সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় কোলন (:), [S]-এর সঙ্গে যুক্ত হয় (.) বিন্দু। [T]-র সঙ্গে যুক্ত হয় একটি উর্ধ্বকমা (^)। বিষয়ভিত্তিক বিভাজন পদ্ধতিতে যে সাংকেতিক চিহ্ন পাওয়া যায় তাকে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধ করা হয়।

১৪.৪.১ নির্দেশক চিহ্ন (Indicator digits)

কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে ফ্যাসেট নির্দেশক যতিচিহ্নগুলির ব্যবহার দেখানো যেতে পারে। যেমন,

গ্রন্থনাম : সাধারণ গ্রন্থাগারে বর্গীকরণ

বিষয় বিশ্লেষণ :	গ্রন্থাগার বিজ্ঞান /	সাধারণ গ্রন্থাগার /	বর্গীকরণ
	2	2	51
বর্গ সংখ্যা	22 : 51		

গ্রন্থনাম : কলেজ লাইব্রেরিতে রেফারেন্স সার্ভিস

বিষয় বিশ্লেষণ : গ্রন্থাগার বিজ্ঞান/কলেজ লাইব্রেরি / রেফারেন্স সার্ভিস

বর্গ সংখ্যা 233 : 7

গ্রন্থনাম : কলেজ লাইব্রেরিতে মানচিত্রের ক্যাটালগিং

বিষয় বিশ্লেষণ : গ্রন্থাগার বিজ্ঞান/ কলেজ লাইব্রেরি / মানচিত্র / ক্যাটালগিং

বর্গ সংখ্যা : 233; 17 : 55

গ্রন্থনাম : উনিশশো নব্বই দশকে বর্গীকরণ

বিষয় বিশ্লেষণ : গ্রন্থাগার বিজ্ঞান / বর্গীকরণ / উনিশশো নব্বই দশক

বর্গসংখ্যা : 2 : 51 'N9

আরও কয়েকটি নির্দেশক চিহ্ন যষ্ঠ সংস্করণে (1963) ব্যবহার করা হয়েছে। অতীতকাল বোঝাতে পশ্চাৎমুখী তীরচিহ্ন। যেমন,

1500 থেকে 1947 পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস V 44 'N47 ←

ভবিষ্যৎকাল বোঝাতে অগ্রমুখী তীর চিহ্ন। যেমন,

ভারতের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ 2.44 'N→

পর্যায়ী সম্পর্কের জন্য 0(শূন্য)।

ফ্যাসেটের মধ্যে সমস্তরের বিশিষ্ট ধারণাগুলি সংযোজনের জন্য (Super-imposed Device)। ব্যবহার করা হল -(হাইফেন)। যেমন,

সাম্প্রতিক ইংরেজি সাময়িক পত্রিকার তালিকা a 3111-46-66

সাধারণ গ্রন্থপঞ্জি	ইংরেজি	পত্রিকা	সাম্প্রতিক
(Generalia bibliography)	[P]	[P]	[P]
মূল বিষয়			
a [ACI]	3111	-46	-66

১৪.৪.২ সংহত সারি (Telescoped Array)

কোলন বর্গীকরণে সারির মধ্যে সংহতি সাধন করা হয়। সংহত সারি বলতে বর্গীকরণ পদ্ধতি নিবন্ধ বিভিন্ন বর্গকে বোঝায়। বর্গগুলি সহগামী ও অনুগামী। অবশ্য ভাবতলীয় বিচারেই এই সহগামিতা ও অনুগামিতার ব্যাপারটি অনুভূত হয়। কিন্তু চিহ্নতলীয় বিচারে সর্বদাই সহগামিত্বই প্রত্যক্ষীভূত। সিসি-সপ্তম সংস্করণের মহাকাশ ফ্যাসেটের নিম্নলিখিত বর্গগুলি বিচার করে দেখা যেতে পারে :

- 1 বিশ্ব
- 2 এশিয়া
- 5 ইউরোপ
- 6 আফ্রিকা
- 7 আমেরিকা
- 8 অস্ট্রেলিয়া

ভাবতলীয় বিচারে সমগ্রভাবে বিশ্ব প্রথম সারির বর্গের মধ্যে পড়ে। মহাদেশগুলি সেদিক থেকে দ্বিতীয় সারির বর্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু উদাহরণটিতে বিশ্ব এবং মহাদেশকে চিহ্নতলে সহগামী বলে মনে হয়। যদি মহাদেশসমূহকে প্রথম সারির অধীন করা হয় তাহলে 4 থেকে 9 ফাঁকা থেকে যায়। সেজন্য 2 নম্বর সারির সংহতিকরণ হল 1 নম্বরে। পর পর এরকম দুটি সারির সংহতিকরণে বর্গসংখ্যার সাশ্রয় ঘটে। মিতব্যয়িতার (Law of Parsimony) বিধি অনুযায়ী এটি করা হয়।

১৪.২.৩ স্মৃতিসহায়িকা (Mnemonics)

নিচের সারণির পূর্ববর্তী সংস্করণগুলি পর্যালোচনার সময় রঞ্জনাথনের মনে এই প্রত্যয় দৃঢ়মূল হল যে তিনি অজ্ঞাতসারে চিহ্ন বর্গটনের ব্যাপারে কতকগুলি নীতি অনুসরণ করেছেন। এগুলিকেই বলা হয় বীজগর্ভ স্মৃতিসহায়িকা বা Seminal Mnemonics। যেমন,

- 1 ঐক্য, ঈশ্বর, প্রারম্ভিক, ইত্যাদি।
- 2 দ্বিমাত্রা, সমতল, মোচাকৃতি, ক্ষেত্রবিজ্ঞান, আকার (ফর্ম), শরীরসংস্থানবিদ্যা, গঠনতত্ত্ব, ইত্যাদি।
- 3 ত্রিমাত্রা, স্থান, বিশ্লেষণ, শারীরবিদ্যা, ইত্যাদি
- 4 তাপ, রোগনিদানতত্ত্ব, রোগ, ইত্যাদি
- 5 শক্তি, আলো, তরল পদার্থ, নারী, অপরাধ, ইত্যাদি
- 6 মরমিয়াবাদ, অর্থ, অস্বাভাবিক, ইত্যাদি।
- 7 ব্যক্তিত্ব, মূল্য, সংহত, ইত্যাদি
- 8 ভ্রমণ, সংগঠন, সুস্থতা।

একই ধারণার ক্ষেত্রে একই সাংকেতিক চিহ্ন পরিকীর্ণ সমস্ত সারণি জুড়ে। এ ধরনের স্মৃতিসহায়ক পদ্ধতি অন্য কোনো বর্গীকরণ স্কীমের মধ্যে পাওয়া যাবে না। সেদিক থেকে কোলন পদ্ধতি অনন্য।

G (জীববিজ্ঞান) মুখ্যবর্গের [E] cum [2] ফ্যাসেটের আইসোলেটগুলির মধ্য দিয়ে বীজগর্ভ স্মৃতিসহায়িকার ধারণাটিই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। যেমন,

- 1 প্রারম্ভিক
- 2 অঙ্গসংস্থানবিদ্যা

- 3 শারীরবিদ্যা
- 4 রোগবিদ্যা
- 5 পরিবেশতত্ত্ব ইত্যাদি

আরও তিনটি স্মৃতিসহায়ক পদ্ধতি সিসি-তে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন,

বর্ণানুক্রমিক স্মৃতিসহায়িকা (Alphabetical Mnemonics): সারণিতে এ মর্মে যথাযথ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এর প্রয়োগ সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে শুধু নামপদের মধ্যে। কৃষিবিজ্ঞানের সারণিতে (J) বর্গসংখ্যা পাবার উপায় ওই বর্ণানুক্রমিক পথে গিয়েই। যেমন,

J 381 B	বাসমতী চাউল
D6, 8(B) IBM	IBM কম্পিউটার

সারণিবদ্ধ স্মৃতিসহায়িকা (Scheduled Mnemonics): সারণিবদ্ধ স্মৃতিসহায়িকার সূত্র সংগঠিত হয়েছে স্থান ও কাল সম্পর্কিত এবং সাধারণ বিষয় সম্পর্কিত বিচ্ছিন্ন ধারণাগুলিকে নিয়ে। সঙ্গে অবশ্য সাধারণ ফ্যাসেটও যুক্ত হয়েছে। সাধারণ বিচ্ছিন্ন ধারণাগুলির বিভিন্ন সারণির সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরাল সারণিও অবতারণিত। ফলে সিসি-র সমন্বয়ী প্রকৃতির শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। সমান্তরাল সারণির উদাহরণ যষ্ঠ সংস্করণ থেকে নেওয়া যেতে পারে। যেমন,

মূল শ্রেণী	ফ্যাসেট	সমান্তরাল সারণি
1	[E] Cum [2p]	G জীববিজ্ঞানের মতো
2	[M][P]	সাধারণী গ্রন্থপঞ্জি

রীতিবদ্ধ স্মৃতিসহায়িকা (Systematic Mnemonics): সারণিতে বিশিষ্ট ধারণাগুলির বিন্যাস রীতিবদ্ধ উপায়েই পাওয়া সম্ভব। রঞ্জনাথন এই মর্মে কয়েকটি সূত্রের অবতারণা করেছেন। যে-কোনো বর্গীকরণ পদ্ধতিরই এই সূত্রগুলি চরিতার্থ করার ক্ষমতা থাকা উচিত। রীতিবদ্ধ স্মৃতিসহায়িকার নিয়মগুলি যে ক্রম পরম্পরা অনুসরণ করে তা হল :

1. কাল পরম্পরা (Time Sequence) যেমন,

আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম	Y : 34
বিচ্ছিন্ন ধারণা প্রকাশক পদ (Isolate terms)	[E] cum [2P]
শৈশব	1
নামকরণ	11
বয়ঃসন্ধি	2
বয়ঃপ্রাপ্তি	3
বার্ধক্য	4
সংকার	5
বার্ষিক	6

2. বিবর্তনমূলক পরম্পরা (Evolutionary Sequence) যেমন,
- | | |
|----------------------------|-----|
| রাষ্ট্রবিজ্ঞান | W |
| বিল্লিষ্ট ধারণা প্রকাশক পদ | [P] |
| নৈরাজ্য | 1 |
| আদিম | 2 |
| সামন্ততান্ত্রিক | 3 |
| রাজতন্ত্র | 4 |
| অভিজাততন্ত্র | 5 |
| গণতন্ত্র | 6 |
3. স্থানিক পরম্পরা (Spatial Sequence) যেমন,
- | | |
|-----------------------------|---------|
| বাস্তুবিজ্ঞান | D_3 |
| বিল্লিষ্ট ধারণা প্রকাশিত পদ | $[P_2]$ |
| মৃৎ খনন | 1 |
| ভিত্তিস্থাপন | 2 |
| গৃহতল | 3 |
| স্তম্ভ | 4 |
| সোপান | 5 |
4. পরিমাণগত পরম্পরা (Quality Sequence) যেমন,
- | | |
|---------------|---------|
| শহর পরিকল্পনা | NB |
| | $[P_3]$ |
| গ্রাম | 1 |
| নগর | 3 |
| শহর | 5 |
- জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিল্লিষ্ট ধারণাগুলি তালিকাবদ্ধ।
5. জটিলতা পরম্পরা (Complexity Sequence) যেমন,
- | | |
|------------------------------|---|
| ভাষাতত্ত্ব | P |
| আইসোলেট $[P_3]$ | |
| বিল্লিষ্ট ধ্বনি ¹ | |
| অক্ষর | 2 |
| শব্দ | 3 |

শব্দগুচ্ছ	4
বাক্যাংশ	5
বাক্য	6
6. প্রথাগত পরম্পরা (Canonical Sequence) যেমন,	
বিষয়	C(পদার্থবিদ্যা)
মৌল পদার্থ	C ₁
পদার্থের গুণ	C ₂
শব্দ	C ₃
তাপ	C ₄
আলো	C ₅
বিদ্যুৎ	C ₆
7. প্রকাশনার ক্রমহ্রাসমান পরম্পরা (Literary Warrant Sequence)	
কৃষি : খাদ্যশস্য	J38
	[P]
চাল	1
গম	2
জই	3

১৪.৪.৪ সাংকেতিক চিহ্নের গ্রহণক্ষমতা (Hospitality)

সাংকেতিক চিহ্নের গ্রহণক্ষমতা বাড়ার জন্য রঞ্জনাথন কতকগুলি কলাকৌশল প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। এগুলির সাহায্যে অহেতুক দৈর্ঘ্য হ্রাস এবং তার মধ্যে সংগতিসুখমা আনা যায়। ফলে বর্গাকার স্বায়ত্ত্বশাসনের স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করবার সুযোগ পান বেশি। সিসি-র সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহারে এক আশ্চর্য নমনীয়তা আছে। কঠোর নিয়মবন্ধন থেকে সিসি-কে মুক্ত করার অপবূপ কৃতিত্ব রঞ্জনাথনের। এটি করা সম্ভব হয়েছে কয়েকটি পদ্ধতি প্রয়োগে অব্যর্থতায়। প্রধান প্রধান কৌশলগুলি এখানে আলোচনা করা যেতে পারে।

১৪.৪.৪.১ কালগত বিভাজন পদ্ধতি (Chronological Device)

কালগত বিভাজনের কৌশল সাহায্যে কালগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট কোনো বিক্লিষ্ট ধারণা বা আইসোলেটকে পুনর্বিভাজন করা সম্ভব। যখন কালভিত্তিক বিন্যাসের প্রয়োজন অনুভূত হবে তখনই এই কৌশলের দ্বারস্থ হওয়া যাবে। যেমন,

শেকসপিয়র (জন্ম 1564 খ্রিস্টাব্দ) 0111.J64

ব্রাহ্মসমাজ (প্রতিষ্ঠিত হয় 1564 খ্রিস্টাব্দ) Q 29 M2

নির্দিষ্ট কোনো বর্গীকরণ স্কীমকে কালগত বিভাজনের কৌশল প্রয়োগ করে স্বতন্ত্রখণ্ডিত করে তোলা যায়। যেমন,

ডিউই ডেসিম্বল ক্লাসিফিকেশন	2 : 51 M 76
লাইব্রেরি অব কংগ্রেস ক্লাসিফিকেশন	2 : 51 No 1
কোলন ক্লাসিফিকেশন	2 : 53 N 33
বিবলিওগ্রাফিক ক্লাসিফিকেশন	2 : 51 N 35

১৪.৪.৪.২ কালগত বিভাজন পদ্ধতি (Geographical Device)

স্থান নিজেই এই মৌলবর্গ বা ক্যাটেগরি। অধিকন্তু কাম্য ক্ষেত্রে কোনো বিশ্লিষ্ট ধারণাকে সূক্ষ্মতর বিভাজনে বিভক্ত করতে হলেও স্থানকে কাজে লাগানো হয়। যেমন,

ভারতীয় সমাজ	Y 744
জাপানী সমাজ	Y 742
ফরাসী সমাজ	Y 753

১৪.৪.৪.৩ বিষয়গত বিভাজন পদ্ধতি (Subject Device)

মূল কোনো শ্রেণীর অন্তর্গত সমস্ত বিশ্লিষ্ট ধারণা কখনওই বিন্যস্ত করা যায় না। এর একটি সীমা আছে, সেই কারণে কোনো কোনো বর্গীকরণ পদ্ধতিতে এক ধরনের ঋণ-প্রকল্প প্রচলিত। অর্থাৎ প্রয়োজনে অন্য কোনো ফ্যাসেট থেকে বিশ্লিষ্ট ধারণাকে গ্রহণ করা হয়। যখন এক মূল বর্গ উপবিভাগ তৈরির জন্য অন্য মূল বর্গের দ্বারস্থ হয় তখনই তাকে বিষয়গত বিভাজনের পদ্ধতি বলা হয়। এ ঋণ বিশ্লিষ্ট ধারণার হতে পারে, আবার মূল বিষয়টিও হতে পারে। মূল বর্গ থেকে ধার নেওয়া সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহারের সময় প্রথম বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে রাখতে হয়। যেমন,

গ্রন্থাগারিকদের মনস্তত্ত্ব	$S_4(2)$
ইঞ্জিনিয়ারদের মনস্তত্ত্ব	$S_4(D)$

১৪.৪.৪.৪ বর্ণগত বিভাজন পদ্ধতি (Alphabetical Device)

কোনো বস্তু বা ব্যক্তি-নামের প্রথম বর্ণ বা প্রথম দুই বা তিন বর্ণকে কাজে লাগিয়ে কোনো বিশ্লিষ্ট ধারণা তৈরি বা উপবিভক্ত করতে হয়। আর এ মর্মে ব্যবহার করা হয় বড়ো হাতের অক্ষর। যেমন,

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া-ক্যাটালগ অব বুকস

a 14, 3 NBT

এখানে মূল বর্গ হল সাধারণী। এটি হল গ্রন্থপঞ্জি (পূর্বগামী সাধারণ আইসোলেট অর্থাৎ এ. সি. আই)। মুদ্রিত-গ্রন্থ হল বস্তু অর্থাৎ [P] ফ্যাসেট। এখানি এক প্রকাশকের গ্রন্থপঞ্জি অর্থাৎ [P₂] ফ্যাসেট। প্রকাশক হল ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট অর্থাৎ ফ্যাসেট হবে।

প্রকাশকের নাম নির্দেশিত হল বর্ণগত বিভাজন কৌশল।

১৪.৪.৪.৫ রিক্ত চিহ্ন (Empty Digit)

রিক্ত চিহ্নের কল্পনা করে রঞ্জনাথন অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সারি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সমপদস্থ ধারণাকে অভিক্ষিপ্ত করার এ এক অভিনব কৌশল। যে-কোনো সংখ্যার সঙ্গে তারপর খুশিমতো রিক্ত চিহ্ন বসিয়ে সমপদস্থ ধারণাকে বেঁধে ফেলতে পেরেছেন। এই কৌশলে অসংখ্য ধারণাকে সংযোজিত করা সম্ভব হয়। রিক্ত চিহ্নের সাংখ্যমূল্যকে অস্বীকার করা হচ্ছে অথচ তার ক্রমিকতার মূল্যটিকে রেখে দেওয়া হচ্ছে অটুট। সাধারণত বহুতর সাংকেতিক চিহ্নের শেষটিকে রিক্ত চিহ্নরূপে ব্যবহার করা হয়।

দৃষ্টান্তরূপে 1 2 3 4.....9—

এখানে 9 হল রিক্ত চিহ্ন।

আবার A B C DA—

এখানে Z হল রিক্ত চিহ্ন।

আবার a b c d.....z—

এখানে z হল রিক্ত চিহ্ন।

১৪.৪.৪.৬ বৃত্তকলা পদ্ধতি (Sector Digit)

রিক্ত চিহ্ন বসিয়ে সারির সামর্থ্য বৃদ্ধির নাম সেকট্যার বা বৃত্তকলা পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অবলম্বিত হলে সাংকেতিক পদ্ধতির মধ্যে গ্রহণক্ষমতা বেড়ে যায়।

আরবীয় সংখ্যার ক্ষেত্রে

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 92 93 ... 99 1992... এখানে 9 হল রিক্ত চিহ্ন।

সারির 1-8 পর্যন্ত নির্দেশিত হয় (S-1) দ্বারা 1 এবং পড়ার সময় সেকট্যার (S-1) হিসেবে পড়তে হয়। ওই একইভাবে (S-91) দ্বারা নির্দেশিত হচ্ছে 91 থেকে 98 পর্যন্ত ব্যাপ্ত সারিটি। আগে এই কৌশলটিকে বলা হত অষ্টায়ক পদ্ধতি (Octave Device)। পরে রোমান হরফের ব্যবহারের জন্য নামটি সেকট্যার ডিভাইস হয়েছে।

A B C D. Y Z A Z B Z C...Z A... এরকম চলবে পরপর। z হল রিক্ত চিহ্ন। সারির A থেকে Y পর্যন্ত নির্দেশিত (S-A) অর্থাৎ পড়তে হবে সেকট্যার (S-A)। সেকট্যার (S-ZA)-তে ZA থেকে ZY পর্যন্ত নির্দেশিত। এইভাবে রোমান ছোটো হাতের বর্ণও ব্যবহার করা যায়।

১৪.৪.৪.৭ ক্তরিক্ত চিহ্ন (Emptying Digit)

পরপর সন্নিহিত দুটি প্রচলিত ধারণার মধ্যবর্তী অংশে নতুন কোনো ধারণার উদ্ভব হতে পারে। কাজেই এই মধ্যবর্তী স্থানে যে-কোনো নতুন চিহ্নকে প্রক্ষিপ্ত (Interpolation) করার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ব্যবধান কৌশল (Gap device) দ্বারা এই প্রয়োজন মেটানো যায় না। কেননা, পূরণবাচক চিহ্নগুলির মধ্যে যেখানে কোনো শূন্যস্থান নেই, সেসব নতুন ধারণাকে প্রবিষ্ট করার প্রয়োজন হতে পারে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য রঞ্জনাথন ক্তরিক্ত চিহ্নের অবতারণা করেছেন। ক্তরিক্ত চিহ্ন তার পূর্ববর্তী চিহ্নের সঙ্গে

তার সাংখ্যমূল্যকে অপহরণ করে, কিন্তু তার ক্রমিকতার মূল্যটি বজায় রাখে। যেমন,

K প্রাণীবিদ্যা
L ভেষজবিদ্যা

এখন এই দুয়ের মধ্যে যদি নতুন একটি বিষয় ‘পশুপালন’ অনুপ্রবিষ্ট করতে হয় তখন আমাদের কৃতরিক্ত চিহ্নের সাহায্য নিতে হবে। যদি ‘X’-কে কৃতরিক্ত চিহ্ন হিসেবে ধরা যায়, KX হবে পশুপালন। ‘KX’ চিহ্নদ্বয়ের মধ্যে ‘X’, ‘K’ চিহ্নের সাংখ্যমূল্যটি রিক্ত করলেও তার ক্রমিকতার মূল্যটি অটুট রেখেছে। অর্থাৎ KX.K এবং L-এর সমপদস্থ এবং দুয়ের মধ্যে সহজেই স্থান করে নিতে পেরেছে।

১৪.৪.৪.৮ রিক্ত কৃতরিক্ত চিহ্ন (Empty-Emptying Digit)

কোনো সারির মধ্যে যেখানে বহুল সংখ্যক সমপদস্থ ধারণার প্রক্ষেপের প্রয়োজন দেখা দেয় সেখানে রঞ্জনাথন গ্রহণ করলেন রিক্ত-কৃতরিক্ত চিহ্নের সাহায্য। এখানে কোনো চিহ্নের মধ্যে যুগপৎ দুটি ধর্মেরই অবস্থান কল্পিত হয়। অর্থাৎ নিজে যেমন রিক্ত সাংখ্যমানে, তেমনি কৃতরিক্তও বটে। যেমন, LY1 এখানে নার্সিং দুটি সমপদস্থ বিষয়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে; L ভেষজ আর M উপযোগী শিল্প। Y হল রিক্ত-কৃতরিক্ত চিহ্ন। LY1, LY2 এইভাবে বহু সমপদস্থ বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটানো যেতে পারে।

১৪.৫ পর্যায়ী সম্পর্ক (Phase Relations)

দুই বা তার বেশি মূল বা মিশ্র বিষয়ের অথবা বিচ্ছিন্ন ধারণার সমাবেশকেই পর্যায়ী সম্পর্ক হিসেবে বর্ণনা করা হয়। এই সমাবেশের একক উপাদান বা অংশকে বলা হয় পর্যায়। সমাবেশের অনুক্রমে স্পষ্ট নির্দেশের জন্য তাদের বলা হয় ‘পর্যায় 1’, ‘পর্যায় 2’, ইত্যাদি। ষষ্ঠ সংস্করণের নির্দেশক চিহ্ন 0 (শূন্য) ব্যবহার করা হত পর্যায়ী সম্পর্ক বোঝাবার জন্য। বর্তমান ‘0’ স্থলাভিষিক্ত হয়েছে ‘&’ ‘এবং’, ইংরেজিতে Ampersand. ষষ্ঠ সংস্করণের তিন স্তরের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। যেমন, আন্তর্বিষয়ক পর্যায়ী সম্পর্ক, ফ্যাসেট মধ্যস্থ সম্পর্ক ও সারি মধ্যস্থ সম্পর্ক। প্রতিটি স্তরের মধ্যে পাঁচ ধরনের পর্যায়ী সম্পর্ক কল্পিত। যেমন, সাধারণ সম্পর্ক, পক্ষপাত, তুলনা, প্রভেদ ও প্রভাব। 1967 সালে ‘উপকরণ’ (Tool) পর্যায়ী সম্পর্কটি স্থান পেয়েছিল। বর্তমানে পর্যায়ী সম্পর্কের স্তর ও ধারণাটি নিম্নরূপ :

সম্পর্কের ধরন	আন্তর্বিষয়ক	ফ্যাসেট	সারি মধ্যস্থ
সাধারণ	a	j	t
পক্ষপাত	b	k	u
তুলনা	c	m	v
প্রভেদ	d	n	w
উপকরণ	e	p	x
প্রভাব	g	r	y

ষষ্ঠ সংস্করণ থেকে উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে।

আন্তর্বিষয়ক পর্যায়ী সম্পর্ক (Inter-subject Phase Relation)

সাধারণ সম্পর্ক : গণিত ও পদার্থবিদ্যার সম্পর্ক BOaC। এখানে B হল পর্যায় 1, কারণ ক্রমিকতায় B, C এর আগে।

পক্ষপাত : শিক্ষকদের জন্য মনোবিজ্ঞান SObT। এখানে মনোবিজ্ঞান হল পর্যায় 1, কারণ ক্রমপরম্পরায় K এর আগে।

প্রভেদ : রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার প্রভেদ COdE। পদার্থবিদ্যা হল পর্যায় 1, কারণ ক্রমপরম্পরায় K এর আগে।

প্রভাব : প্রাণীবিদ্যার উপর উদ্ভিদবিদ্যার প্রভাব KOgl। যে বিষয়টি প্রভাবিত তাকে বলা হয় পর্যায় 1। এখানে প্রাণীবিদ্যা প্রভাবিত।

উপকরণ : এটি ষষ্ঠ সংস্করণে স্বীকৃত নয়। তবে একটি উদাহরণের সাহায্যে পর্যায়ী সম্পর্কটি বিশদ করা যেতে পারে। যেমন, রসায়নবিদ্যার অনুশীলনে পদার্থবিদ্যার প্রয়োগ। এখানে পদার্থবিদ্যা হল উপকরণ। অনুশীলনের বিষয়টি অর্থাৎ রসায়ন বিদ্যা হল পর্যায় 1। আর উপকরণ হল পর্যায় 2। সাংকেতিক চিহ্নটি E & eC।

আন্তর্বিষয়ক পর্যায়ী সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে নিয়মগুলি বলা হল অন্য দুই স্তরের ক্ষেত্রেও সেগুলি প্রযোজ্য।

ফ্যাসেট-মধ্যস্থ পর্যায়ী সম্পর্ক (Intra-Facet Phase Relation)

সাধারণ : বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের সম্পর্ক Q₂Oj4

পক্ষপাত : ভারতীয় বাণিজ্যের প্রতি কমনওয়েলথের পক্ষপাত X5.44Ok IN 48

[অর্থনীতি, X5 হল বাণিজ্য ; 44 হল ভারত এবং IN48 কমনওয়েলথ—দুইই স্থান ফ্যাসেট এবং সংখ্যা দুইটি 'Space Isolate' থেকে লভ্য।]

তুলনা : হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের তুলনা Q₂, Q_k 4 [Q ধর্ম, হিন্দু Q₄ ধর্ম। এখানে মিতব্যয়িতার জন্য (Law of Parsimony) Q একেবারেই উল্লিখিত।]

প্রভেদ : হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের প্রভেদ Q₂ On 4

প্রভাব : খ্রিস্টান ধর্মের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব Q6 Or 4 (প্রভাবিত ধর্মের স্থান আগে)

সারিমধ্যস্থ পর্যায়ী সম্পর্ক (Intra-Array Phase Relation)

সাধারণ : নগরবাসীদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের সম্পর্ক Y31 Ot 5 [Y সমাজবিদ্যা, Y31 গ্রামবাসী, Y35 নগরবাসী]

পক্ষপাত : দক্ষতা অর্জনের জন্য বুদ্ধিমত্তার অনুশীলন S : 72 Ou 3 [S মনোবিজ্ঞান S : 72 বুদ্ধিমত্তা, S : 73 দক্ষতা]

তুলনা : নগরবাসীদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের তুলনা Y31 Ov 5

প্রভেদ : নগরবাসীদের গ্রামবাসীদের প্রভেদ Y 31 Ow 5

প্রভাব : গ্রামবাসীদের উপর নগরবাসীদের প্রভাব Y 31 Oy

১৪.৬ ষষ্ঠ সংস্করণ

কোলন ক্লাসিফিকেশন বই আকারে ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয় 1960 খ্রিস্টাব্দে। সংশোধিত হয়ে 1963 খ্রিস্টাব্দে পুনর্মুদ্রিত হল। সেই সংশোধিত ষষ্ঠ সংস্করণে পাঠই বর্তমানের অবলম্বন। ষষ্ঠ সংস্করণের গ্রন্থখানি তিনটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে স্থান পেয়েছে নিয়মাবলী, দ্বিতীয় পর্ব হল বর্গীকরণ সারণি আর তৃতীয় পর্বের অন্তর্ভুক্ত হল ধ্রুপদী সাহিত্য এবং বিশেষ নাম-সম্বলিত পবিত্র গ্রন্থরাজী।

প্রথম পর্ব : এ পর্বে রজানাথনের বর্গীকরণ পদ্ধতি ব্যাখ্যাত যেমন হয়েছে তেমনি এর ব্যবহারের নির্দেশাদি লাভ করেছে গুরুত্ব। প্রতিটি মুখ্য শ্রেণীর আলোচনা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে করা হয়েছে। কীভাবে শ্রেণীটি সংগঠিত হল এবং তার প্রয়োগই বা কেমন হবে এসব কথায় অধ্যয়নগুলি বিশদ। প্রথম পর্বের জন্য একটি স্বতন্ত্র নির্দেশিকতাও তৈরি করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্ব : বর্গীকরণের সারণি হল এই পর্বের বিষয়। তদুপরি অস্ত্রে সংযোজিত হয়েছে বর্ণানুক্রমিক নির্দেশিকা।

তৃতীয় পর্ব : ভারতের ধ্রুপদী সাহিত্য এবং পবিত্র গ্রন্থাবলীর জন্য এই পর্বে বিস্তৃত সারণি অবতারণিত হয়েছে। এ পর্বেও বর্ণানুক্রমিক নির্দেশিকার আয়োজন গ্রন্থের ব্যবহার্যতা বাড়িয়ে দিয়েছে অনেক। মাঝে মাঝে মৌলবিষয় ও উপবিষয়ও মুখ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়। মৌল বিষয়ের দৃষ্টান্ত ইতিহাস, উপবিষয়ের দৃষ্টান্ত উদ্ভিদবিদ্যা। কোনো কোনো মুখ্যশ্রেণী প্রথানুযায়ী উপবিভক্ত হয়। এ ধরনের উপবিভাগগুলিকে প্রথাগত বিভাগরূপে চিহ্নিত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ R শ্রেণী অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্রের কথা স্মরণীয়? এই শ্রেণীটি ওইরকম প্রথাগত বিভাগে বিভক্ত : R1 যুক্তিবিজ্ঞান, R2 জ্ঞানতত্ত্ব, R3 পরাদর্শন, R4 নীতিবিজ্ঞান, R5 নন্দনতত্ত্ব।

দার্শনিক ও তত্ত্বগত দৃষ্টিকোণ থেকে বা মতবাদ অনুযায়ী একই মুখ্যশ্রেণীর মধ্যে এরকম বিভাগ পরিকল্পনাকে কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতি স্বীকৃতি দিয়েছে। যেমন, T শ্রেণী অর্থাৎ শিক্ষার অন্তর্গত সিস্টেম ফ্যাসেটগুলি হল TL5 (পস্তালৎসির মতবাদ, TNI মস্তেসরি মতবাদ)।

কখনো কখনো মুখ্য শ্রেণীরই অন্তর্গত একাংশকে বিশেষায়িত করে চিহ্নিত করা হয়। মুখ্য শ্রেণীর বিভাজনে লক্ষ এই বিষয়টিকে বলা হল বিশেষ বা স্পেশ্যাল ফ্যাসেট। যেমন, L বর্গ হল ভেষজ বিজ্ঞান, এই বর্গের মধ্যে বিশেষ ফ্যাসেট হল L9C শিশুরোগের ভেষজ, L9F স্ত্রীরোগের ভেষজ।

১৪.৬.১ ফ্যাসেটক্রম

সমস্ত মুখ্য বর্গের ফ্যাসেট সমন্বয়ের ক্রম বা উল্লেখক্রম হল PMEST অর্থাৎ প, শ স্থা কা। বিশেষ গ্রন্থের বিষয় বিশ্লেষণের যে ফ্যাসেটই স্পষ্ট হয়ে উঠুক না কেন সর্বত্রই অনুসৃত হয় ওই একই উল্লেখক্রম। যেমন, ভারতের সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রশাসন

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান /	সাধারণ গ্রন্থাগার /	প্রশাসন /	ভারত
মূল বিষয়	পি	ই	এস

১৪.৬.২ আবর্তন ও স্তর (Rounds and Levels)

প্রথমেই একটি উদাহরণের অবতারণা : বর্গ I হল উদ্ভিদবিদ্যা। এ বর্গের ব্যক্তিত্ব (P) ফ্যাসেটের অন্তর্গত হল উদ্ভিদ। উদ্ভিদের অংশ হিসেবে যেসব ধারণা পাওয়া যায় তাকেও ব্যক্তিত্ব ফ্যাসেটই বলা হয়। যেমন, পাতা, ফুল, ফল, ইত্যাদি। এগুলি হল অর্গান ফ্যাসেট—ব্যক্তিত্ব ফ্যাসেটের দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ P2। যেমন, ছত্রাকের কৌশিক গঠন সম্বন্ধীয় পর্যালোচনা

উদ্ভিদবিদ্যা / ছত্রাক (Fungi) / কোষ (cells)

P

P2

কোনো কোনো বর্গে এভাবে আমরা ব্যক্তিত্বের তৃতীয় এমনকি চতুর্থ স্তরেরও সাক্ষাৎ পাই। উদাহরণস্বরূপ বর্গ 0 অর্থাৎ সাহিত্যের কথা চিন্তনীয়।

ব্যক্তিত্বের যে স্তরের কথা বলা হল, সেগুলি শক্তি ফ্যাসেটের আবির্ভাবের আগেই উল্লিখিত হবে।

শক্তি বা এনার্জি ফ্যাসেটের প্রথম আবির্ভাবের পর দ্বিতীয় আবর্তনও হতে পারে। যেমন,

পাকস্থলীর ককটরোগ চিকিৎসায় রঞ্জনরশ্মির প্রয়োগ বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে :

ঔষধ / পাকস্থলী / ককট রোগ / রঞ্জনরশ্মি প্রয়োগ/

L

P

E

2E

L বর্গের বিশ্লেষণ পাকস্থলী হল ব্যক্তিত্ব ফ্যাসেট, যন্ত্র (organ), ‘ককটরোগ’ শক্তি ফ্যাসেটের অন্তর্গত। প্রক্রিয়া, ‘রঞ্জনরশ্মির প্রয়োগ’ হল শক্তি ফ্যাসেটের আর এক আবর্তন।

১৪.৬.৩ বিশিষ্ট ধারণা (Isolates)

বিশিষ্ট ধারণা হল যে কোনো ভাব বা ভাবপুঞ্জ যা নির্দিষ্ট কোনোও বিষয়ের উপাদান। আইসোলেট কখনোই পুরোপুরি বিষয়টি নয়। রঞ্জনাথন বিশিষ্ট ধারণার প্রকারভেদ সৃষ্টি করেছেন। যেমন, কাল ধারণা (সাধারণ আইসোলেট), স্থান ধারণা (সাধারণ আইসোলেট) পদার্থ ধারণা, কর্ম বা শক্তি ধারণা (অধিকাংশই সাধারণ আইসোলেট), ব্যক্তিত্ব ধারণা কোনো কোনোটি আইসোলেট)। সাধারণ আইসোলেট সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

সাধারণ আইসোলেটের আর এক প্রকারভেদ রঞ্জনাথনের পদ্ধতিতে পাওয়া যায় : পূর্বগামী সাধারণ আইসোলেট (Anteriorising Common Isolate সংক্ষেপে ACI) ও পশ্চাৎগামী বা অন্তর্গামী সাধারণ আইসোলেট (Posteriorising Common Isolate সংক্ষেপে পি সি আই)। যেসব নথিপত্র কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের সাধারণ নথিপত্রের পূর্বে বিন্যস্ত তাকেই বলে পূর্বগামী সাধারণ আইসোলেট। এসব নথিপত্র হল প্রকৃতপক্ষে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রবেশক দ্রব্যসম্ভার। উদাহরণ হিসেবে গ্রন্থপঞ্জি, শব্দকোষ জ্ঞানকোষ ইত্যাদি কথা সহজেই মনে হয়। কারণ যে-কোনো বিষয় জানতে হলে সেই বিষয়ের গ্রন্থপঞ্জি, শব্দকোষ ইত্যাদির সাহায্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যদিও ষষ্ঠ সংস্করণে পত্রিকা, সম্মেলনের বিবরণ প্রভৃতিও প্রবেশকে দ্রব্যসম্ভার বলে পরিগণিত হয়েছিল। কিন্তু এগুলির সঠিক চারিত্র্য অন্যরকম।

পূর্বগামী সাধারণ আইসোলেট যে-কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের সঙ্গেই যুক্ত হতে পারে। এর জন্য কোনো সংযোগচিহ্নের প্রয়োজন হয় না।

যেসব সাধারণ ধারণা বিষয়ের পর বিন্যস্ত হয় তাদেরই বলে পশ্চাৎগামী সাধারণ আইসোলেট। স্থান ও কালবাচক সমস্ত আইসোলেট এই পর্যায়ভুক্ত। গণন, চিত্রণ, মাপন, বৃত্তি প্রতিষ্ঠান, বিদ্বন্দ্ব সমিতি ইত্যাদি হল পশ্চাৎগামী সাধারণ আইসোলেটের দৃষ্টান্ত। নির্দিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে জুড়তে হলে কিন্তু এখানে সংযোগচিহ্নের প্রয়োজন দেখা দেয়।

পূর্বগামী সাধারণ আইসোলেট (এ. সি. আই) তিন ধরনের এবং প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে ফ্যাসেট সূত্র দেওয়া আছে।

1. এ.সি.আই—স্থান ফ্যাসেটের আগে প্রযোজ্য।
2. এ.সি.আই—স্থান ফ্যাসেটের পর প্রযোজ্য।
3. এ.সি.আই—কাল ফ্যাসেটের পর প্রযোজ্য।

পিসি আই দু-ধরনের : 1. শক্তি সাধারণ আইসোলেট। 2. ব্যক্তি সাধারণ আইসোলেট।

১৪.৬.৪ নির্দেশিকা

সাধারণ ইনডেক্স তো আছেই, তার উপরে স্থান ফ্যাসেটের ইনডেক্স এবং উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যার জন্য আলাদা দুটি ইনডেক্স। বিশ্লেষণ-সংশ্লেষাত্মক বর্গীকরণ পদ্ধতিতে যে ধরনের ইনডেক্স প্রত্যাশিত সাধারণ ইনডেক্সটি সেই রকমই। এতে কোনো মিশ্র বিষয়ের উল্লেখ নেই। তবে সারণির মধ্যে কোথায় কোনো ধারণা বা আইসোলেট পাওয়া যাবে সে ঠিকানা দেওয়া আছে। অর্থাৎ সম্বন্ধযুক্ত বিষয়সমূহের নির্দেশিকা যে কর্মটি সাঙ্গ করে সে কর্মটি সেই নির্দেশিকার দ্বারা সুসম্পাদিত হয়।

১৪.৭ সপ্তম সংস্করণ

রঞ্জনাথন কোলন বর্গীকরণ ফ্যাসেটবদ্ধ এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। সপ্তম সংস্করণে ফ্যাসেটবদ্ধতা আরও মুক্ত হয়ে গেল। প্রত্যেক সংস্করণেই রঞ্জনাথন নিজেই পদ্ধতির মধ্যে পরিচ্ছন্নতা ও স্পষ্টতা এনেছেন। সপ্তম সংস্করণে তার চূড়ান্ত রূপ—অতঃপর তাঁর মহাপ্রয়াণ। মৃত্যুর পর প্রকাশিত হলেও সপ্তম সংস্করণে সুসংস্কার রঞ্জনাথনেরই কীর্তি। এ সংস্করণের সম্পাদক ড. এম. এ. গোপীনাথ। মুখবন্ধে সম্পাদক জানিয়েছেন আরও দুটি খণ্ডের অবসান প্রকাশনার সংবাদ। এর এক খণ্ডে থাকবে শুধু নির্ঘণ্ট, অন্য খণ্ডে থাকবে বর্গীকরণের অসংখ্য উদাহরণ। এরপরও প্রকাশিত হবে ‘এ কোলন ক্লাসিফিকেশন বুলেটিন’। নতুন সংস্করণের নতুনত্ব অর্থাৎ এর সম্প্রসারণ বিষয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হবে এই বুলেটিনের উদ্দেশ্য। সপ্তম সংস্করণের প্রথম খণ্ডই মাত্র প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থমধ্যে পাঁচটি বিভাগের অবতারণা করা হয়েছে। এই পাঁচটি বিভাগ আরও অনেক পরিচ্ছেদে বিভক্ত হয়েছে।

পরিচ্ছেদ সি ইউ থেকে সি ওয়াই-তে আছে যথাক্রমে কালানুক্রমিক কৌশল, ভৌগোলিক কৌশল, বিষয় কৌশল, বর্ণানুক্রমিক কৌশল এ গণনাভিত্তিক কৌশল। সপ্তম সংস্করণ বর্ণানুক্রমিক কৌশলকে যথেষ্টভাবে সুবিস্তৃত আকার দেওয়া হয়েছে। পার্ট ডি-র নতুন বৈশিষ্ট্য—অর্থাৎ সাধারণ বিভাগসমূহ ও সাধারণ আইসোলেটস হল : (1) বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন ঘটনাসমূহ মিলিয়ে নেবার জন্য তালিকার সংস্থান ; (2) ডিবি পরিচ্ছেদটি বৈদিক বর্গীকরণ পদ্ধতিঘটিত—যা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। (3) ডিডি পরিচ্ছেদে পরিবেশ বিভাজনের কথা বিবৃত—ব্যবহারবিধিক কোনো নির্দেশ অবশ্য নেই। (4) ডিই পরিচ্ছেদে মূল বিষয়ের বিস্তৃত সারণি সন্নিবেশিত। এই মূল বিষয়ের

সংখ্যা প্রায় 776। (5) আংশিক সামগ্রিকতাকে নতুন নাম দেওয়া হল পুঞ্জীভবন। তারকাচিহ্ন ব্যবহৃত হল পুঞ্জীভবনের আকার প্রাপ্তি ও প্রক্ষেপ প্রসঙ্গে। যেমন A*Z বিজ্ঞান (প্রাকৃতিক ও সমাজ), B*ZZ গাণিতিক বিজ্ঞানসমূহ। (6) ষষ্ঠ সংস্করণের প্রথাগত বিভাগগুলি ঐতিহ্যানুসারী মূলবর্গ ও উপবর্গ বিভাজনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। মূলবর্গের ক্ষেত্রে যেখানে যেখানে প্রথাগত বিভাগ প্রযুক্ত হয়েছে সেগুলির কথা বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে। সপ্তম সংস্করণে এগুলিকেই বলা হয়েছে প্রথাগত মূল বিষয়। (7) সপ্তম সংস্করণে মতবাদ ও বিশেষজ্ঞ বোঝাতে বলা হল মতবাদঘটিত মূল বিষয় ও বিশেষজ্ঞঘটিত মূল বিষয়।

ডি জি পরিচ্ছেদে ভাষাগত আইসোলেটস নিয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে। অনেক নতুন ভাষাই প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। ডি এইচ পরিচ্ছেদে স্থান পেয়েছে কালবাচী আইসোলেটসমূহ। ডি জে পরিচ্ছেদে আছে মহাকাশ বিষয়ক আইসোলেটস। ডি কে থেকে ডি এন পরিচ্ছেদে সাধারণ আইসোলেটস—এর সারণি সন্নিবিষ্ট। ষষ্ঠ সংস্করণে শক্তি বা এনার্জি আইসোলেটস বিভিন্ন মূলবিষয়ের অন্তর্গত হয়েছিল। সপ্তম সংস্করণে এগুলি একটি বিষয়ের আওতায় আনা হল—Common Energy Isolates বা সাধারণ শক্তি বিষয়ক আইসোলেটস।

ডি পি পরিচ্ছেদে স্থান পেয়েছে পর্যায়ী সম্পর্ক। এর সঙ্গে দুটি নতুন প্রসঙ্গ যুক্ত হয়েছে : (ক) উপকরণ পর্যায় ও (খ) নির্দেশক সংখ্যার পরিবর্তন O থেকে &।

ই-পরিচ্ছেদটি বিভিন্ন মূল বিষয়ের সারণি-Z সাধারণী থেকে Z আইন। মৌল একটি প্রকার পদার্থ বা Matter। সপ্তম সংস্করণে এ প্রসঙ্গে একটি বেশ বড়ো বদল আনা হয়েছে। নতুন করে বলা হল পদার্থের গুণাবলী (MP), পদার্থের দ্রব্য (MMt) এবং পদার্থের পদ্ধতি (MM)।

L মেডিসিন বা ভেষজবিদ্যার ক্ষেত্রে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেছে :

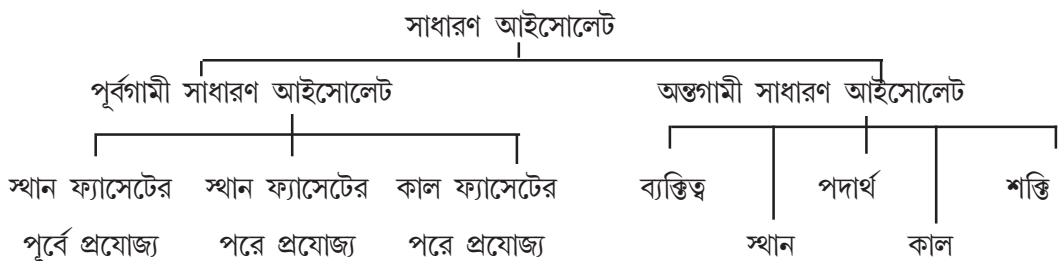
1. L এর ফ্যাসেট সূত্রে নির্দেশক বা Indicators ব্যবহৃত হয়নি।

2. প্রস্তুত বর্গসংখ্যার রোগ প্রসঙ্গেও নির্দেশক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়নি। [1P1]-তে কমা (,) ব্যবহৃত হয়নি ; নির্দেশক : (কোলন) দেওয়া হয়নি MP-তে -234 পৃষ্ঠায়।

3. মতবাদ এবং বিশেষজ্ঞের বর্গসংখ্যায় নির্দেশক চিহ্ন (-) হাইফেন ব্যবহৃত হয়নি।

১৪.৭.১ সাধারণ বিস্তৃষ্ট ধারণা (Common Isolates)

প্রকারভেদ :



পূর্বগামী আইসোলেটের তালিকাটি সপ্তম সংস্করণের 105 পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এদের নির্দেশক চিহ্ন হল ” দুটি উর্ধ্বকমা। যেমন,

রসায়ন বিজ্ঞানের ইতিহাস E” v

পদার্থবিদদের জীবনী C” w

অন্তগামী আইসোলেট পাঁচ ধরনের—ব্যক্তি, পদার্থ, শক্তি, স্থান ও কাল।

ব্যক্তি সাধারণ আইসোলেট : এগুলি প্রতিষ্ঠানের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত এবং সাধারণত স্থান ফ্যাসেটের পরে বসে। প্রতিষ্ঠানের সাংকেতিক চিহ্ন বর্ণগত কিংবা কালগত বিভাজন কৌশল দ্বারা নির্ণয় করা যায়, যেমন,

পুনার মান মন্দির B₉, 44, f₂, P
B₉ জ্যোতির্বিদ্যা
44 ভারত
f₂ মানমন্দির (ব্যক্তি সাধারণ আইসোলেট)
P পূনা (বর্ণগত বিভাজন)

জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা দিবসের আগে 9 বসবে।

পদার্থগুণ সাধারণ আইসোলেট : সপ্তম সংস্করণে পদার্থগুণ আইসোলেটের একটি তালিকা দেওয়া আছে। এটি পরিবেশিত হয় সেমিকোলন (;) সহযোগে।

সহজাত চিত্র N6; a 72
N6 চিত্র
a 72 সহজাত (পদার্থগুণ)

শক্তি সাধারণ আইসোলেট : সপ্তম সংস্করণের 93 পৃষ্ঠায় শক্তি সাধারণ হল কোলন (:) 1 যেমন,

চন্দ্রগ্রহণ পর্যবেক্ষণ Bx, 2; 57 : a R2
Bx জ্যোতির্বিজ্ঞান
2 চন্দ্র
57 গ্রহণ
a R2 পর্যবেক্ষণ (শক্তি সাধারণ আইসোলেট)

স্থান ও কাল সাধারণ আইসোলেট : এদের তালিকাও পৃথকভাবে সপ্তম সংস্করণে দেওয়া আছে। যেমন,

ভারতে কলেজ গ্রন্থাগারসমূহ 2, J3, 44
2 গ্রন্থাগার বিজ্ঞান
J 3 কলেজ গ্রন্থাগার
44 ভারত

1999-তে জনসাধারণের নিকট প্রচারের মাধ্যম 4.44’N99
4 জনসাধারণের নিকট প্রচারের মাধ্যম
44 ভারত
N99 1999 (কাল)

১৪.৭.২ পর্যায়ী সম্পর্ক (Phase Relation)

পর্যায়ী সম্পর্কের নির্দেশক চিহ্নটি হল ‘&’ এবং অর্থসূচক সংকেত।

আন্তর্বিষয়ক পর্যায়ী (Inter-Subject Phase Relation)

ধর্ম ও দর্শনের সম্পর্ক (সাধারণ), Q & a R

ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য পরিসংখ্যান (পক্ষপাত) B₂₈ & b D

উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যার তুলনা (তুলনা) I & c D

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের প্রভেদ (প্রভেদ) V & d W

চারুকলার মাধ্যমে সাহিত্য (উপকরণ) 0122 & e N

রসায়নবিদ্যার উপর পদার্থবিদ্যার প্রভাব (প্রভাব) E & g C

ফ্যাসেটমধ্যস্থ পর্যায়ী সম্পর্ক (Intra-Facet Phase Relation)

অঙ্গব্যবচ্ছেদ ও শারীরবৃত্তের সম্পর্ক (সাধারণ) L; 2 & j 3

অধিবিদ্যাবিদদের জন্য জ্ঞানতত্ত্ব (পক্ষপাত) R₂ & k 3

গাছের অঙ্গসংস্থানবিদ্যা ও শারীরবৃত্তের তুলনা I; 2 & m 3

অসুস্থ ও অস্বাভাবিক লোকদের মনস্তত্ত্বে প্রভেদ S, 4 & n 6

চিত্রের মাধ্যমে ভারতীয় সংগীত (উপকরণ) NR 44 & p N 6

শাসকগোষ্ঠীর উপর বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব Y 417 & r 53

সারিমধ্যস্থ পর্যায়ী সম্পর্ক (Intra-Array Phase Relation)

শিক্ষায় শ্রবণ ও দর্শনের সম্পর্ক (সাধারণ) T; 416 & t 7

আমদানিশুল্ক রপ্তানীশুল্কের প্রতি পক্ষপাত X72, 951 & 05

মনোবিদ্যায় নর ও নারীদের তুলনা S, 51 & v 5

ধ্যান ও উপাসনার প্রভেদ Q; 413 & w 4

পরীক্ষার উপর প্রত্যক্ষ করার প্রভাব X 72, 01 & g 2

১৪.৭.৩ মতবাদ বা সিস্টেম

দার্শনিক ও তত্ত্বগত দৃষ্টিকোণ থেকে বা মতবাদ অনুযায়ী বিভাগগুলিকে একই মুখ্য শ্রেণীর মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছে ষষ্ঠ সংস্করণ পর্যন্ত। সপ্তম সংস্করণে তারা মূল বিষয়ের সারণিতে স্বীকৃতি পেয়েছে। কালগত বিভাজনের কৌশলে এদের স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করে তোলা হয়। যেমন, L-B আয়ুর্বেদ। B = 9999 থেকে 1000 B.C. —যে ভেষজ বিজ্ঞানের এই পদ্ধতি শুরু হয়েছিল 1000 B.C.-র পূর্বে।

X-N। গণসাম্যবাদ। অর্থনীতির এই পদ্ধতি শুরু হয় 1910-এর পর থেকে।

১৪.৭.৪ বিশেষ ক্ষেত্র (Special)

মুখ্য শ্রেণীর অন্তর্গত একাংশকে বিশেষায়িত করার পরিকল্পনাকে স্বীকৃতি দিয়েছে কোলন বর্গীকরণ

পদ্ধতি। এই বিশেষ বা স্পেশাল বিষয়গুলিও মূল বিষয়ের সারণিতে ভুক্ত হয়েছে সপ্তম সংস্করণে। সংখ্যায়ন কৌশলে এদের বর্গসংখ্যা গঠিত হয়।

যেমন, L-9F স্ত্রীরোগের ভেজ
L-9C শিশুরোগের ভেজ

১৪.৮ সিসি : ইউডিসি : ডিডিসি

নব বর্গীকরণ পদ্ধতিগুলির মধ্যে কোলন অগ্রণী। কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতি ব্যবহার্যতার দিক থেকে সহজতম অথচ সঙ্গতি সুযমা অনন্যতায়ও ভাস্বর। যাঁরা ষোল আনা খাঁটি সোনার পক্ষপাতী কোলন তাঁদেরই বেশি আকর্ষণ করে এবং পরিশেষে পৌঁছে দেয় বর্গীকরণের বিমুক্ত ক্ষেত্রে। তখন তুচ্ছ হয়ে যায় ভারতীয়তার অভিযোগও এবং এই কথাটিই আরও স্বচ্ছ হয়ে ওঠে যে অন্যান্য পদ্ধতিগুলির মধ্যে অনেক বেশি পাশ্চাত্য ভাব বহিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাংকেতিক চিহ্নের জটিলতা ও পরিমার্জনের শ্লথতার জন্য এ পদ্ধতি সমালোচিত হলেও বর্গীকরণের পঠন-পাঠন ও গবেষণার ক্ষেত্রে কোলন অদ্যাবধি যে সুবিপুল সংবর্ধনা লাভ করেছে তার কোনো তুলনা নেই।

কোলন পদ্ধতি যাঁদের কাছে সংবর্ধিত ইউডিসি তাঁদের কাছে এক দুঃস্বপ্ন। এর প্রতিটি অণু-পরমাণুতে যেন এক দুঃস্বপ্নকেই তাঁরা সংলিপ্ত হয়ে থাকতে দেখেন। তবে যারা সর্বপ্রকারের পরিস্থিতির মধ্যেও কোনো-না-কোনো প্রকারে একটা কিছু দাঁড় করিয়ে দিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে অভ্যস্ত তাঁদের কাছে ইউডিসি অতীব তৃপ্তিদায়ক।

যাঁরা প্রথানুগত রক্ষণশীলতার ব্যূহে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে চান, তাঁদের কাছে ডিউই-র পদ্ধতি পরমা নিবৃত্তির আশ্বাসবহ। যত প্রয়োজনই অনুভূত হোক না কেন দীর্ঘকাল ধরে তাঁরা পরিবর্তন ও পরিমার্জনকে প্রতিরোধ করে এসেছেন। এতেই তাঁরা অনুভব করেছেন স্বস্তি ও আশ্বাস। তবে ডিউই-র সাম্প্রতিক সংস্করণের হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে তা রক্ষণশীলদের মনে ঘনিয়ে তুলেছে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ।

১৪.৯ কল নম্বর (Call Number)

কল নম্বর হল গ্রন্থাগারের শেল্ফে গ্রন্থের অবস্থানের ঠিকানা। তাই এক গ্রন্থ থেকে অন্য গ্রন্থকে স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত করার জন্য পৃথক পৃথক কল নম্বর ব্যবহার করা হয়। রঞ্জনাথনও তাঁর পদ্ধতিতে কল নম্বর গঠনে অনন্যতার আশ্রয়ী। কোলন পদ্ধতিতে কল নম্বর সংগঠিত হয় তিনটি উপাদানের সমবায় : (1) বর্গসংখ্যা, (2) গ্রন্থসংখ্যা, (3) সংগ্রহ সংখ্যা। রঞ্জনাথনের মতে কল নম্বরের তিনটি অংশই গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারের ক্যাটালগে প্রয়োজনীয়। জাতীয় গ্রন্থপঞ্জিতে সংগ্রহ সংখ্যার তেমন কোনো উপযোগিতা নেই।

১৪.৯.১ গ্রন্থসংখ্যা (Book Number)

একই বর্গসংখ্যা সম্বলিত বহু গ্রন্থের মধ্যে কোনো একখানি স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত করে গ্রন্থসংখ্যা। অনেক গ্রন্থই একই বর্গের অন্তর্গত হতে পারে। এতে লাইব্রেরিতে গ্রন্থের অবস্থানকে নির্দিষ্ট করা যায় না। গ্রন্থসংখ্যা

এই অবস্থান নির্দেশক পূরণবাচক সংখ্যা। রঞ্জনাথন এই গ্রন্থসংখ্যার উপযোগিতা উপলব্ধি করে এ সম্পর্কে কয়েকটি নীতিও নির্ধারণ করেছেন। তাঁর মতে প্রত্যেক গ্রন্থ বর্গীকরণের পদ্ধতির মধ্যে গ্রন্থসংখ্যা সংগঠনেরও একটি পদ্ধতি থাকা দরকার। এতে সমশ্রেণীর ও একই সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত গ্রন্থরাজীর মধ্যে সঞ্চার করা হয় অনন্যতর বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি গ্রন্থই এতে স্বতন্ত্র রূপমূর্তিতে লাইব্রেরির শেল্ফে আপন অস্তিত্বকে যেন ঘোষণা করতে থাকে। গ্রন্থসংখ্যা তৈরির জন্য রঞ্জনাথনের একটি ফ্যাসেট-সূত্রও আছে। আর এ ব্যাপারে সিসিই একমাত্র বর্গীকরণ পদ্ধতি। এই ফ্যাসেট ফর্মুলাটি নিম্নরূপ :

[L] [F] [Y] [SN]. [V] – [S]; [C] : [Cr]

L = Language অর্থাৎ যে ভাষার গ্রন্থখানি লিখিত।

ভাষাগত বিচ্ছিন্ন ধারণাসমূহের [Language Isolate] সারণি থেকে এই সংখ্যা গৃহীত হবে।

F = Form অর্থাৎ যে রূপবন্ধকে আশ্রয় করে পরিবেশিত। ষষ্ঠ সংস্করণের দ্বিতীয় পর্বের 02 পরিচ্ছেদে রূপবন্ধের সারণি থেকে লভ্য।

Y = Year of publication অর্থাৎ প্রকাশকাল। এটি পাওয়া যাবে সময় সারণিতে

যেমন, কোলন ক্লাসিফিকেশন, ষষ্ঠ সংস্করণ (1960) 2 : 51 N3

[q হল code; 02 পরিচ্ছেদে লভ্য] q N60

SN = Serial Number অর্থাৎ ক্রমিক সংখ্যা। দ্বিতীয় গ্রন্থের জন্য।

তৃতীয় গ্রন্থের জন্য 2, এরকম পর পর। যেমন,

ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা (1961)

প্রথম বইটির X.44

K1

[K 1960-1969 দ্বিতীয় বইটির X.44

K1 1961 K11

ষষ্ঠ সংস্করণে গ্রন্থ তৃতীয় বইটির X.44

সংখ্যার জন্য বিশেষ K 12

ছকটি দ্রষ্টব্য পৃ. 1.13]

V = Volume number অর্থাৎ খণ্ড সংখ্যা। যেমন সংগীত বিষয়ক জ্ঞানকোষ, 1962 (6 খণ্ড)

NRk খণ্ড 1

K2.1

NRk খণ্ড 2

K2.2

S = Supplement number অর্থাৎ পরিপূরক সংখ্যা।

C = Copy number অর্থাৎ কপির সংখ্যা। প্রথম কপির গ্রন্থসংখ্যার পর (;) সেমিকোলন চিহ্ন বসিয়ে দ্বিতীয় কপির জন্য 1, তৃতীয় কপির জন্য 2 ইত্যাদি বসাতে হবে। যেমন, প্রথম কপির গ্রন্থসংখ্যা হয় N85, অন্যান্য কপির গ্রন্থসংখ্যা হবে :

N85 : 1

দ্বিতীয় কপি

N85 : 2

তৃতীয় কপি

ইত্যাদি

Cr = Criticism number অর্থাৎ মূল্যায়ন সংখ্যা।

রঞ্জনাথনের ফ্যাসেট ফর্মুলা অত্যন্ত দীর্ঘ। কিন্তু যদি মিতব্যয়িতার আদর্শ অনুসৃত হয় তাহলে এই প্রলম্বিত গ্রন্থসংখ্যাটি যথেষ্ট সংক্ষেপিত হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রন্থসংখ্যা বলতে বর্ষসংখ্যাকেই ব্যবহার করা হয়। এতে গ্রন্থসংখ্যা ত্রৈশিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এ ব্যাপারে অবশ্য রঞ্জনাথনের পরামর্শও ফলপ্রদ। তিনি ফ্যাসেট নম্বরের মধ্যে প্রিয়তরটিকে গ্রহণ করতে বলেছেন। এতেও গ্রন্থসংখ্যার দৈর্ঘ্য হ্রাস পায়। প্রিয়তর ফ্যাসেট নম্বরটি নির্বাচনেরও একটি প্রথা দাঁড়িয়ে গেছে। যেমন,

1. লাইব্রেরিতে যে ভাষার বই থাকবে অধিকসংখ্যক সেখানে ভাষা সংখ্যাটিকে স্বচ্ছন্দে বর্জন করা যায়।

2. পত্রিকার ক্ষেত্রেও ভাষা সংখ্যাটিকে বর্জন করা যেতে পারে—যেহেতু যে দেশের পত্রিকা সে দেশের নামই হয়ে পড়ে ভাষার নির্দেশক। আর সেটি যুক্ত হয় বর্গীকরণ সংখ্যার সঙ্গে। অবশ্য ভারতের ক্ষেত্রে এই যুক্তি কার্যকরী হবে না। কারণ, সেখানে আছে অনেক ভাষার প্রচলন।

3. গদ্য গ্রন্থে রূপবন্ধের সংখ্যা সংযোজন বাহুল্য—কারণ বেশিরভাগ গ্রন্থই রচিত হয় গদ্যে।

4. বর্ষ সংখ্যা অপরিহার্য।

১৪.৯.২ সংগ্রহ সংখ্যা

সংগ্রহ সংখ্যা চিহ্নমাত্র—এর দ্বারা বোঝা যাবে গ্রন্থখানি কোন্ সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। বইয়ের বর্গসংখ্যা এবং গ্রন্থসংখ্যার সঙ্গে এটি সংযোজিত হয়। তবে গ্রন্থপঞ্জির ক্ষেত্রে এ চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না। সংগ্রহ সংখ্যা ক্যাটালগে যেমন লিখিত হবে তেমনি হবে গ্রন্থসমূহে। গ্রন্থের অবস্থান নির্ণয়েও তার পুনর্বিন্ধ্যাসের ক্ষেত্রে এ সংখ্যাই হল পথ-নির্দেশক। অবশ্য কেন্দ্রীয় ও অস্থায়ী সংগ্রহের ক্ষেত্রে সংগ্রহ সংখ্যা ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।

সংগ্রহ সংখ্যার একটি পদ্ধতিও রঞ্জনাথন অবতারণা করেছেন। যেমন,

সংগ্রহের স্বরূপ প্রকৃতি	সংগ্রহ সংখ্যা
কেন্দ্রীয় বা মুখ্য সংগ্রহ	সংখ্যা অপ্রয়োজনীয়
অস্থায়ী সংগ্রহ	সংখ্যা অপ্রয়োজনীয়
ফিল্ম স্ট্রিপ	FS
গ্রামোফোন রেকর্ড	GR
ছোট আকার	গ্রন্থসংখ্যার তলায় দাগ দিতে হবে
বড় আকার	গ্রন্থসংখ্যার উপর দাগ দিতে হবে
অস্বাভাবিক	গ্রন্থসংখ্যার উপরে ও নীচে উভয় ক্ষেত্রেই দাগ দিতে হবে
জীর্ণ গ্রন্থ	গ্রন্থসংখ্যাকে বৃত্তের মধ্যে রাখতে হবে
দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ (Rare Book)	RB

পাঠ কক্ষ (Reading Room)	RR
পাঠ্য পুস্তক (Text Book) পদার্থবিদ্যা	TC [C=পদার্থবিদ্যা]
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ (Physics Department)	CD [C=পদার্থবিজ্ঞান]
গ্রন্থসংখ্যা বর্গসংখ্যার নীচে লেখা যেতে পারে। যেমন,	
B 43	L 3
N 85	p7N52
	C 56
	113 N39

সংগ্রহ সংখ্যা বর্গসংখ্যার উপরে লেখা যেতে পারে প্রয়োজনমতো। যেমন,

LD
L3
p7 N52

আবার গ্রন্থসংখ্যা, পাশে লেখা যেতে পারে কিছুটা ব্যবধানে রেখে এবং সেক্ষেত্রে সংগ্রহ সংখ্যা গ্রন্থ সংখ্যার উপরে বসবে।

১৪.১০ অনুশীলনী

- ১। কোলন পদ্ধতির কর্মতলগুলিকে ব্যাখ্যা করুন।
- ২। মৌলবর্গের ব্যাখ্যা সহ প্রয়োগ দেখান।
- ৩। সংহত সারির উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করুন।
- ৪। বৃত্তকলা পদ্ধতির উদাহরণ দিন।
- ৫। উপকরণ পর্যায়ী সম্পর্কটি উদাহরণ দিন।
- ৬। কোলন পদ্ধতির ৭ম সংস্করণে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলি দেখান।

১৪.১১ গ্রন্থপঞ্জি

1. Ranganathan S. R. : Prolegomena to library classification, 3rd ed., Bombay, Asia Publishing, 1967.
2. — : Colon classification 7th ed. Bangalore. Savada, 1987, Vol. I.
3. — : Colon classification edition 7 (1971) : a preview. *Library Science with a slant to documentation* , 1971, 6(3); 123–142.
4. Satija, M. P. : History of book numbers. *International Classification*, 1987, 14(2), 70-76.